আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১ উদযাপন

আন্তর্জাতিক
নারী দিবস

এলজিইডি নারী উন্নয়ন এবং জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২০১১ উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২০১১ উদযাপন

নির্দেশনা:
জনাব ইফতেখার আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক, এমএসপি-এলজিইডি
আহ্বায়ক, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন প্রকাশনা কমিটি

সহযোগিতায়:
সিবিআরএমপি-এলজিইডি টিম

পৃষ্ঠপোষকতায়:
অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

পরিকল্পনা ও গ্রন্থনা:
রওনক জাহান, কনসালট্যান্ট (জেন্ডার ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট)

ডিজাইন: অর্ক

প্রকাশনা: মার্চ, ২০১১

যোগাযোগ:
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

মুখবন্ধ		০৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		০৫
১.	ভূমিকা	০৬
২.	এলজিইডি এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা	০৭
৩.	আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১১ উদযাপনে এলজিইডি'র কর্মসূচী	০৮
৩.১	'নারীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি: প্রেক্ষিত এলজিইডি' বিষয়ক সেমিনার	১০
৩.২	সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ও কেস স্টাডি	১৫
৩.৩	ভিডিও প্রদর্শনী	২৫
৩.৪	কর্মসূচী মেলা	২৬
৩.৫	বিষয়ভিত্তিক ছবি গ্যালারী	২৮
৩.৬	প্রকল্প পরিচালকগণকে সম্মাননা প্রদান	৩০
৩.৭	দর্শক	৩১
৪.	এলজিইডি'র আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর	৩২
৫.	৬৪ জেলায় নারী দিবস উদযাপন	৩৩
৬.	শেষের কথা	৩৬

মুখবন্ধ

এলজিইডি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১ উদযাপনের প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে পারায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এলজিইডি বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে একযোগে ৬৪ জেলায় এবং জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় এলজিইডি'র সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১ উদযাপন করেছে। এবছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় এলজিইডি'র কাজের সাথে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর সম সুযোগ নিশ্চিত করতে এলজিইডি অবদান রেখে চলেছে।

এলজিইডি শুরু থেকেই সফলভাবে উন্নয়ণ কার্যক্রমে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আসছে। আমাদের কিছু কালজয়ী উদ্যোগ যার মধ্যে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন অন্যতম-যেখানে নারীর অংশগ্রহণ সর্বোচ্চ এবং নারী- পুরুষ সমান কাজের জন্য সমান মজুরী পেয়ে থাকে। দুঃস্থ নারীদেরকে 'লেন্থ পারসন' হিসেবে রাস্তা রক্ষনাবেক্ষণ ও গাছ লাগানোর কাজে নিয়োগ দেয়া হয়। এবং একাজের জন্য তারা বছরব্যাপী মজুরী পেয়ে থাকে। স্থানীয় বাজারে আমাদের তৈরী উইমেন্স মার্কেট সেকশন উদ্যোক্তা হিসেবে নারীর বাজারে প্রবেশের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আমরা নারীর প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। উপরন্তু, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুঃস্থ নারীর কর্মসংস্থান তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। জেন্ডার ইস্যুকে বিবেচনায় এনে এলজিইডি নিজস্ব জেন্ডার সাম্যতা কৌশলপত্র তৈরী এবং জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম গঠন করেছে। এলজিইডি'র প্রধান কার্য্যালয়ে বিশেষত নারী কর্মীদের সুবিধার্থে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পিছিয়ে পড়া নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পদ এবং সুযোগ সহজলভ্য করতে আমাদের নতুন নতুন উদ্যোগ আগামীতেও চলমান থাকবে। আমি আশাবাদি যে, এলজিইডি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কর্মসূচীতে নারীর অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে অনেক অনেক ভাগ্যাহত নারীর সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

মোঃ ওয়াহিদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এলজিইডি'র জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সচিব আবু আলম মোঃ শহীদ খান ও যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ আবদুল মালেক -কে তাদের সহৃদয় উপস্থিতির মাধ্যমে এই আয়োজনকে মহিমান্বিত করার জন্য। আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এলজিইডি'র সকল জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী এবং অন্যান্যদেরকে যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় সারা দেশে একযোগে 'নারী দিবস' উদযাপন করা সম্ভব হয়েছে। এলজিইডি'র সুযোগ্য প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনকে সফল করতে তার নেতৃত্ব, সদিচ্ছা এবং পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান এবং সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য। আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এলজিইডি'র সকল প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাদের সম্মিলিত প্রয়াসে এই অনুষ্ঠান স্বার্থকভাবে আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শকদের যারা বিভিন্ন কর্মসূচীতে উপস্থিত হয়ে আমাদের আয়োজনকে স্বার্থক করে তুলেছেন। আমার বিশেষ ধন্যবাদ সেই সকল প্রকল্পকে যারা বিষয়ভিত্তিক ছবি গ্যালারী ও কর্মসূচী মেলায় অংশ নিয়ে দিনটিকে আরও অর্থবহ এবং বর্ণিল করে তুলেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সকল ভিআইপি দর্শকদের প্রতি তাদের সহৃদয় উপস্থিতির জন্য এবং এলজিইডি'র সকল দাতা সংস্থা, সহযোগী সংস্থা এবং সহকর্মীদের তাদের সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য।

পুরস্কারপ্রাপ্ত নয় জন অসাধারণ নারীর প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা যারা নিজেদের সাহস ও কর্মদক্ষতার বলে অনুকরণীয় হয়েছেন। এলজিইডি এ প্রক্রিয়ায় তাদের সহায়তা দিতে পেরে গৌরবান্বিত বোধ করছে।

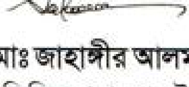

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এবং
সভাপতি, এলজিইডি জেন্ডার ফোরাম

ভূমিকা

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবীব্যাপী এই দিনটিকে নারী আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায়ের সাথে যুক্ত করা হয়ে থাকে। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকরা অমানবিক কর্ম পরিবেশ, স্বল্প মজুরি এবং দৈনিক ১২ ঘন্টা কাজের দাবিতে রাস্তায় মিছিল বের করে। তাদের এ শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এর তিন বছর পর ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকেরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ের জন্য নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সমর্থ হয়। ১৮৯৯ সালে নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে প্রথম যুদ্ধবিরোধী নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৫-১৯০৭ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার রাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে অসংখ্য নারী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৯০৮ সালে আবারও ১৫০০০ নারী নিউইয়র্ক শহরে কর্মঘন্টা কমানো, ভালো মজুরি ও ভোটাধিকারের দাবীতে রাস্তায় মিছিল বের করে। এই সকল ঘটনাধারার সমর্থনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে একটি দিনকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন জোরালোভাবে অনুভূত হয়। ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত কর্মজীবী নারীদের দ্বিতীয় সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী ক্লারা জেথকিনের প্রস্তাব অনুসারে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষনা করা হয়।

১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং তখন থেকেই প্রতি বছর পৃথক সুনির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে দিনটি পালিত হচ্ছে। ২০১১ সালের নারী দিবস উদযাপনের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল- ' শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সম সুযোগ: নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন' ।

বাংলাদেশে খুব স্বল্প পরিসরে ১৯৭২ সাল থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন শুরু হয়। ১৯৯২ সাল হতে বিভিন্ন এনজিও, নারী সংগঠন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় এ দিনটি উৎসাহ ও গুরুত্বের সাথে পালিত হয়ে আসছে।

২০১০ সালে প্রথমবারের মতো এলজিইডি ঢাকায়, জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করে। ২০১১ সালে এলজিইডি নারী দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য উদযাপন কর্মসূচীতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে ৬৪ জেলায় ৮ মার্চ উদযাপন কর্মসূচী সম্প্রসারিত করে। এলজিইডি মনে করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হচ্ছে নারীর সংগ্রাম ও অর্জনের প্রতীক এবং এ দিবস পালন এলজিইডি'র কর্মী ও কমিউনিটিতে জেন্ডার ইস্যু ও নারীর অধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর পথকে সহজতর করবে।

২০১১ সালের নারী দিবস উদযাপনের জন্য জানুয়ারী মাস থেকেই এলজিইডি'র জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম কাজ শুরু করে। এর ফলে দেশব্যাপী এলজিইডি'র জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ে ও জাতীয়ভাবে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা সম্ভব হয়।

এলজিইডি এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা

এলজিইডি'র গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন সেক্টর এলসিএস কাজের মাধ্যমে দরিদ্র গ্রামীন নারীর জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে যার উদ্দেশ্য হ'ল উন্নয়ণ কর্মকান্ডে গ্রামীণ নারীর অধিকহারে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি মজুরী বৈষম্য দূর করা। দুঃস্থ গ্রামীণ নারীর জীবনে এটি একটি নিরব বিপ্লব। ক্ষুদ্র পানি ব্যবস্থাপনা সেক্টরে প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এলজিইডি'র নগর অবকাঠামো উন্নয়ন সেক্টর তাদের কর্মসূচীতে নগরের দরিদ্র নারীকে সম্পৃক্ত করেছে এবং তাদের জন্য ঋণ ও সঞ্চয় স্কীমের ব্যবস্থা করে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করছে। জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে এলজিইডির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে নারীর অর্ন্তভূক্তিকরণ। গ্রামের বাজারে উইমেন্স মার্কেট সেকশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এলজিইডি গ্রামীন অর্থনীতীতে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে চলেছে।

জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম গঠন করেছে। এই ফোরামটি ২০০৮-২০১৫ অর্থবছরের জন্য সেক্টরভিত্তিক জেন্ডার সাম্যতা কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেছে। গত দুই বছরে দেশের পশ্চাৎগামী এলাকার প্রায় ৬০০,০০০ নারীকে সংগঠিত করে স্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক সেক্টরেও তাদের সফলভাবে সংযুক্ত করেছে। গত দুই বছরে (২০০৯-২০১০) অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রায় ৯৮০,০০০ নারী শ্রমিক ৬১,১০০,০০০ কর্ম দিবস কাজ করেছে। প্রতিটি সেক্টরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার প্রভাব পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে এবং প্রতি বছরই তা করা হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে নারী সদস্যদের পৃথক বসার ব্যবস্থা এবং টয়লেট এলজিইডি'র উদ্যোগেরই ফসল। গত দুই বছরে এলজিইডি ১৬২৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭৩২৫টি আর্সেনিক মুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন করেছে যা মেয়ে শিশুদের শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১১ উদযাপনে এলজিইডি'র কর্মসূচী

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১১ উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১০ মার্চ ঢাকায় এলজিইডি'র সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান সূচীতে ছিলো- সেমিনার, কর্মসূচী মেলা, এবছরের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ছবি গ্যালারী, এলজিইডি'র জেন্ডার ভিত্তিক কার্যক্রম নিয়ে নির্মিত ভিডিও প্রদর্শনী, এলজিইডি'র জেলা পর্যায়ে ৮ মার্চ উদযাপনের ছবি প্রদর্শনী, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন সেক্টর, নগর অবকাঠামো উন্নয়ন সেক্টর এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সেক্টরের সেরা ৯ নারীর অর্জনের স্বীকৃতি প্রদান।

বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধান অতিথি

মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবু আলম মোঃ শহীদ খান, সচিব এবং মোঃ আব্দুল মালেক যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ। অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ণ সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং এলজিইডি'র বিভিন্ন কর্ম এলাকার উপকারভোগী নারী প্রতিনিধিবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

'নারীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি: প্রেক্ষিত এলজিইডি' বিষয়ক সেমিনার

এলজিইডি'র সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান এবং মূল প্রবন্ধ 'নারীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি: প্রেক্ষিত এলজিইডি' উপস্থাপন করেন। তার বক্তব্যের সার সংক্ষেপ:

ষাটের দশকে এলজিইডি এর শুরু থেকেই গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীতে নারীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। জেন্ডার সমতা বজায় রাখার জন্য প্রতিটি প্রকল্পেই নারীর অংশগ্রহণ এলজিইডি নিশ্চিত করতে চেয়েছে। তবে জেন্ডার পার্থক্য কমানোর জন্য সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ডানিডা এর অর্থায়নে এলজিইডির এনআরআইডিপি প্রকল্পে রাস্তা তৈরীর কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করে। পরবর্তীতে ইউনিসেফ ও সুইডেন সরকারের আর্থিক সহায়তায় আরডিপি-৪ প্রকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়ন, ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা, আয়বর্ধক কর্মকান্ড ও বয়স্কশিক্ষা কার্যক্রমে নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে এলজিইডি সকল পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপ কমিটিতে নারীকে সম্পৃক্ত করে আসছে। এলজিইডি প্রথম ২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদি কর্ম পরিকল্পনাসহ জেন্ডার সমতা কৌশল প্রনয়ণ করে। পরবর্তীতে প্রথম কৌশল পত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ২০০৮-২০১৫ সালব্যাপী দ্বিতীয় জেন্ডার সমতা কৌশল প্রনয়ণ করা হয়। জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম গঠনের পাশাপাশি এলজিইডি সরকারের জেন্ডার কর্মকান্ড তদারকের জন্য সফটওয়্যার তৈরী করেছে। এলজিইডি প্রধান কার্যালয়ে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে ৩০ টি শিশুকে রাখার ব্যবস্থা আছে। তাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য ৯ জন কর্মী আছে।

- *২০০৯-২০১০সালে এলজিইডি মোট ৭৬৩,৭০০ জন নারীর কর্মসংস্থান করেছে,*
- *২০০৯-২০১০সালে এলজিইডি ৪৫টি উইমেন্স মার্কেট সেকশন প্রতিষ্ঠা করেছে;*
- *এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী এডিবি'র ম্যানিলাস্থ জেন্ডার ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।*

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি

এলজিইডি ২০০৯-১০ সালে মোট ৭৬৩,৭০০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ণ সেক্টরে ৪৪৫,২৪০ জন নগর অবকাঠামো উন্নয়ণ সেক্টরে ৩১৬,৭৯৩ জন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সেক্টরে ১,৬৬৭ জন। ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডের মাধ্যমে ৮৯,৭২৯ জন নারী স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ণ সেক্টরে ৯৫,২১৩ জন, নগর অবকাঠামো উন্নয়ণ সেক্টরে ১৫,১৩৫ জন,পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সেক্টরে ১,৬৫১ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে এলজিইডি এর নির্মাণ করা ৪৫টি উইমেন্স মার্কেট সেকশনে ২৪৮ জন নারী দোকান বরাদ্দ পেয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ণ সেক্টরে ১,২৪৮৬ জন, নগর অবকাঠামো উন্নয়ণ সেক্টরে ৯,৭৬৭ জন, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সেক্টরে ৩,১২৯ জন নারী কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। ২০05 সালে আইএলও এর জেনেভাস্থ কার্য্যালয় ২০০টি প্রতিষ্ঠানের উপর জরিপ চালিয়ে ২৫ টি জেন্ডার বেষ্ট প্রাকটিস প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করে তার মধ্যে আরডিপি-২১ অন্যতম। বাংলাদেশ এডিবি'র ম্যানিলাস্থ *External Gender Forum* এর ১১-তম সদস্য। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী এ ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বক্তব্য সমূহের সারসংক্ষেপ

'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বর্তমান সরকার নারী পুরুষ বৈষম্যহীন দেশ গঠনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ', আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১০মার্চ, ২০১১ এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত ''নারীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি: প্রেক্ষিত এলজিইডি" শীর্ষক এক সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক একথা বলেন। তিনি বলেন যে, সুস্থ ,সুন্দর ও উন্নত জাতি গঠনে নারী পুরুষের গুরুত্ব সমান। এজন্য দরকার সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সমান সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দারিদ্র্য উন্নয়নের অন্তরায় এবং জেন্ডার বৈষম্য দারিদ্রকে বহুগুনে বাড়িয়ে দেয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, জেন্ডার বৈষম্য দূর করতে না পারলে দারিদ্রমুক্ত জাতি গঠন স্বপ্নই থেকে যাবে। আমাদের দেশে নারীরা এগিয়ে আসছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদে নারীরা আসীন। বর্তমান সংসদের উপনেতাও একজন নারী। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিসহ প্রশাসনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদেও নারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। এখন নির্বাচনে নারী প্রার্থীরা পুরুষ প্রার্থীদের সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হচ্ছেন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবদান সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না; যে কারণে আজও পিতাই সন্তানের আইনত অভিভাবক হিসেবে গণ্য হয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব আবু আলম মোঃ শহীদ খান, সচিব, এলজিডি তার বক্তব্যে বলেন যে, বাংলাদেশে সংবিধান অনুযায়ী নারী পুরুষের অধিকার সমান। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১১ সালের ৭ মার্চ "নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১" সংসদে পাশ হয়েছে। আমরা উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর সম অধিকারে বিশ্বাস করি কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করছে। ধর্মের নামে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। এলজিইডি নারীর জন্য কর্মসংস্থান এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রদূত হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাশা করেন যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে নারীরাও এগিয়ে আসবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এলজিইডি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করে এক্ষেত্রেও উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতেও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এধরণের কার্যক্রমে মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আমি বিশ্বাস করি, অদূর ভবিষ্যতে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী হবেন একজন নারী এবং নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজের সর্বত্র। নারী আন্দোলনের ইতিহাস যার ফলশ্রুতিতে ৮মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করে তিনি বলেন নারীর শত বছরের সংগ্রামে যে প্রগতিশীল পুরুষরা সমর্থন যুগিয়েছেন তাদের এ সমর্থন সংগ্রামের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আবু আলম মোঃ শহীদ খান, সচিব,এলজিডি

মোঃ আব্দুল মালেক, যুগ্ম সচিব, এলজিডি

বাংলাদেশ সরকার সহিংসতা ও বৈষম্য বিবর্জিত দেশ গঠনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এলজিইডি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে অন্যান্য সরকারি বিভাগগুলোর জন্য একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান আজকের সভাকে অবহিত করেছেন যে, গত বছর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৬,০০০ নারীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ নারী উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারী লক্ষ্যমাত্রা ২০২১ বাস্তবায়নে অগ্রগতি সাধন করবে।

সুলতানা নাজনীন আফরোজ,সদস্য সচিব, এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

নারীর ক্ষমতায়নে যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, কাজ করার সুযোগ পেলে নারীরাও উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে। এলজিইডিতে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, এবং রাস্তার পাশে গাছ লাগানো, গাছের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন এ কাজগুলো কেবলমাত্র নারীদের জন্যই নির্দিষ্ট। অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীতে নারী এলসিএস অর্ন্তভূক্তির নিয়ম আছে। এলজিইডি সফলভাবে জেন্ডার উন্নয়ন ফোরাম এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান ও কেস স্টাডি

ক্ষমতায়িত নারীরা সত্যিকার অর্থে সমাজের সকলের কল্যাণে পরিবর্তনকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনটি পৃথক সেক্টরের নয়জন উপকারভোগী নারী স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়িত হয়ে শুধু যে নিজের দারিদ্র্যের বলয় ভাঙ্গার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছে তাই নয় বরং তাদের পরিবারে ও কমিউনিটিতেও উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।সদর দপ্তরের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মীরা সফল নারী উপকারভোগীদের যে কেস ষ্টাডি তৈরী করেছে তা থেকে পূর্ব নির্ধারিত নির্ণায়কের মাধ্যমে তিনটি সেক্টরের শ্রেষ্ঠ নয় জনকে বেছে নেয়া হয়েছে। বিজয়ীগণ তাদের অসাধারণ অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও নগদ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

নিজ ভাগ্য নির্মাতা

পটুয়াখালির সদর উপজেলার মৃত আমজাদ হোসেনের স্ত্রী আছিয়া বেগম এলাকায় দক্ষ রাজমিস্ত্রী হিসেবে পরিচিত। সে এইচবিবি রোড, ইউ ড্রেন, পাইপ কালভার্ট নির্মানে অত্যন্ত দক্ষ।

১২ বছর আগে আছিয়া ছিলো একেবারেই অন্যরকম মানুষ। তার কোন নিজস্ব থাকার জায়গা ছিলো না এবং অসুস্থ স্বামী সন্তানের মুখে দু মুঠো খাবার যোগানোর জন্য মানুষের বাড়িতে কাজ করতে হতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তারা সীমাহীন কষ্টের মধ্যে পড়ে। এ সময় আছিয়া জানতে পারে যে ডানিডা এর অর্থায়নে আরডিপি ১৬ কিছু নারী শ্রমিককে এলসিএস হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে। সেই থেকে আছিয়া এলসিএস হিসেবে বিভিন্ন রাস্তা তৈরীর কাজসহ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করে আসছে। বর্তমানে সে এলসিএস সাব কন্ট্রাকটর হিসেবে রাস্তা ও বাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এইচবিবি রাস্তা, ইউ ড্রেন ও পাইপ কালভার্ট তৈরীর কাজ করছে। প্রকল্পের কাজ ছাড়াও অন্যান্য কন্ট্রাকটরদের সাথেও আছিয়া কাজ করে।

এলজিইডিতে রাজমিস্ত্রী হিসেবে কাজ করে আছিয়া তার ভাগ্য পরিবর্তনে সমর্থ হয়েছে। সে বাড়ি তৈরীর জন্য ১৮ শতাংশ এবং চাষের জন্য ২০ শতাংশ জমি কিনেছে, তিনটি গাভী ও একটি হাঁস-মুরগীর খামার গড়ে তুলেছে। দুই মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে।

চন্দ্রমালার সবুজ স্বপ্ন গড়ে তোলা

চন্দ্রমালা (৪০), স্বামী আবদুল লতিফ ও পাঁচ সন্তানকে নিয়ে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় বাস করে। ২ একর জমি থাকা সত্ত্বেও বছরে তারা একটি ফসলের বেশী ঘরে তুলতে পারতো না আর এ কারনেই দারিদ্র্য ছিলো নিত্য সঙ্গী।

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে চন্দ্রমালা সিবিআরএমপি এর আওতায় কালীনগর পশ্চিম পাড়া মহিলা ঋণ সংগঠন গড়ে তোলে। সংগঠন থেকে সে সোয়াম ট্রি নার্সারির উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণের পর ৪,০০০ টাকা ঋণ নেয়, প্রকল্প থেকে তাকে বীজ/ কাটিং সরবরাহ করা হয় এবংনিজে পলিব্যাগ, সার সংগ্রহ করে ২ শতক জমিতে নার্সারি গড়ে তোলে। নার্সারিতে ১০,০০০ বিভিন্ন ধরণের যেমন: জলজ উদ্ভিদ- হিজল করচ, বনজ উদ্ভিদ- মেহগনি, রেইন ট্রি, ফলজ উদ্ভিদ সুপারি এবং বিভিন্ন জাতের মরিচ,বেগুন ইত্যাদির চারা তৈরী করে। এক বছর পর চারা বিক্রির উপযোগী হলে স্থানীয় বাজার ও বাড়ী থেকে চারা বিক্রি শুরু করে। ২০১০ সালে সিবিআরএমপি ২০০০ হিজলের চারা ক্রয় করে ৪০,০০০ টাকায়। ২০১১ সালে সিবিআরএমপি ২৬০০ চারা ৬৫,০০০টাকায় ক্রয় করে।স্থানীয় বাজারে তিনি ২০,০০০ টাকার চারা বিক্রি করেন।এখনও তার নার্সারিতে ৫০০০টি বিভিন্ন ধরনের চারা রয়েছে। জমিতে পানি সেচের জন্য একটি সেচযন্ত্র ক্রয় করেছে। এছাড়া নার্সারি সম্প্রসারনের জন্য ২ শতক জমি তৈরী করেছে। সিবিআরএমপির সহায়তায় নার্সারির মালিক হয়ে চন্দ্রমালা নিজের অভাব দূর করতে সক্ষম হয়েছে।

সফলতার সোপান নিজেই তৈরী করা যায়

অভাব ছিল রোকেয়া বেগমের পরিবারের নিত্যসঙ্গী। যদিও তার স্বামী সেলিম সেলাই-এ দক্ষ ছিল কিন্তু পুঁজি ও সেলাই মেশিনের অভাবে সে সেলাইয়ের কাজ করতে পারতো না। সেলিম অন্যান্য কাজ করে যা আয় করতো তা তার ৫ সদস্যের পরিবারের খরচপাতি চালানোর জন্য নিতান্তই অপ্রতুল ছিল। এ সময় রোকেয়া তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে সিবিআরএমপির কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে পারে এবং আগ্রহী রোকেয়া ২০০৮ সালে সোলেমানপুর মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করে।

সমিতির ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে রোকেয়া হিসাবরক্ষণ এবং আয় বর্ধক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পায়। প্রশিক্ষণের পর সিবিআরএমপি থেকে ৬,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে দুটি সেলাই মেশিন কিনে বাড়িতেই সেলাই কাজ শুরু করে। সেলাইয়ের কাজ করে পরবর্তী তিন বছরে আরও ছয়টি সেলাই মেশিন কেনে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রোকেয়া ৬০ জন বেকার নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। বর্তমানে তার ছয়টি সেলাই মেশিন সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকে। তার পুঁজির পরিমান ৫০,০০০ টাকা এবং মাসিক আয় ৭/-৮০০০ টাকা। সিবিআরএমপির সহায়তায় তার সমিতি ১০০ মিটার কংক্রিট ব্লকের রাস্তা তৈরী করতে শুরু করেছে। গত বছরের আয় থেকে সে বাড়ি তৈরীর জন্য ১০০ শতাংশ জমি এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় আসবাব ও অন্যান্য সামগ্রী কিনেছে।

রোকেয়ার স্বপ্ন ভবিষ্যতে ২০টি সেলাই মেশিন নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা। গ্রামের লোকজন রোকেয়ার দক্ষতার প্রশংসা করে এবং তার কাছ থেকে সকলেই পরামর্শ নেয়।

শূণ্য থেকে শুরু

নোয়াখালির চরজব্বার ইউনিয়নের কুলসুমের মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়। স্বামী সন্তান নিয়ে সে সুখেই ছিলো। কিন্তু বিয়ের ছয় বছরের মাথায় তার স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে আসে। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে অর্থকষ্টে পড়ে কুলসুম বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, চাটাই তৈরী করে বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে। কুলসুমের আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখে তার স্বামী পুনরায় তার সাথে যোগাযোগ করে এবং সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর তার স্বামী চিরকালের জন্য তাদের পরিত্যাগ করে।

২০০৭ সালে কুলসুম এলজিইডি-ডানিডা প্রকল্পে দুই দিনের প্রশিক্ষণ শেষে এলসিএস হিসেবে রাস্তা তৈরীর কাজে যোগ দেয়। সে বছর এই প্রকল্প হতে কুলসুম ৯,০০০ টাকা আয় করে। তা থেকে ৪,০০০ টাকা সংসারে খরচ করে ৫,০০০ টাকা সঞ্চয় করে আবাদী জমি কেনার জন্য।

২০০৮ সালে পুনরায় কুলসুম একই প্রকল্পে এলসিএস হিসেবে রাস্তা তৈরীর কাজ নেয়। এবার রাস্তা তৈরীর পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েও প্রশিক্ষন গ্রহণ করে। কুলসুম 'কৃষক মাঠ স্কুলের' সদস্য। সে বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সব্জি চাষ করে এবং হাঁস-মুরগীর খামার গড়ে তোলে। ৩,০০০ টাকা দিয়ে একটি ছাগল এবং ১,০০০ টাকায় পুকুরে মাছ ছাড়ে।

২০০৯ সালে কুলসুম এইচবিবি রাস্তা, ইউ ড্রেন তৈরী, কিলোমিটার পোষ্ট তৈরীর প্রশিক্ষন পায়। সে ইউ ড্রেন তৈরী করে ১০,০০০ টাকা, কিলোমিটার পোষ্ট তৈরী করে ৬,৫০০ টাকা, এইচবিবির কাজ করে ১৪,০০০ টাকা আয় করে। এবছর সে ২৫,০০০ টাকা দিয়ে ২ শতাংশ জমি কিনেছে এবং ঘরে টিনের চাল দিয়েছে। কুলসুম ৪ মাসের বয়স্ক শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করেছে। এলসিএস হিসেবে কাজ করে ৩ বছরের মধ্যে কুলসুম স্বাবলম্বী হয়েছে।

পরিবর্তনের বাতায়ন

লাইলি বেগম ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার আকচা ইউনিয়নে দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে উঠে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাকে বিয়ে দেয়া হয়। বিয়ের কিছু পরেই সে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। কিন্তু যৌতুকের দাবী মেটাতে না পারায় স্বামীর সাথে তার তালাক হয়ে যায়। লাইলি তার দরিদ্র বাবা-মার কাছে ফেরত আসে এবং নিজের ও সন্তানের খরচ মেটানোর জন্য কাজ খুঁজতে থাকে। অন্যের বাড়িতে কাজ করার সময় তাকে অত্যাচারিত হতে হয়। পরবর্তীতে একটি ফার্মে কাজ পেলেও নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্যের প্রতিবাদ করায় তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। শেষ পর্যন্ত লাইলি দিনমজুরের কাজ নেয়।

২০০৮ সালের জুন মাসে লাইলি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় আরইআরএমপি প্রকল্পে নারী কর্মী হিসেবে নিয়োগ পায়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সে আয়বর্ধক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। জমানো অর্থ দিয়ে একটি গরু কিনে মোটাতাজা করে এবং আলু চাষের জন্য ০.৫০ একর জমি বন্ধক নেয়। আলু বিক্রি করে সে ১০,০০০ টাকা লাভ করে এবং গরু বিক্রি করে ৪০,০০০ টাকায়। এই লাভের টাকা দিয়ে লাইলি একখন্ড জমি কিনেছে এবং ছেলেকে কলেজে পড়াচ্ছে।

এক উজ্জ্বল নারীর কথা

হবিগঞ্জ উপজেলার রাজনগর এলাকার ফাহিমা ছিলো আট ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম। অভাবের কারনে ১৯৯৫ সালে নবম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় বিয়ে হয় তার। যৌতুকের দাবীসহ নানা ধরনের নির্যাতন সইতে না পেরে বিয়ের সাত বছরের মাথায় ২০০২ সালে দুই বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাবার বাড়ি ফিরে আসে ফাহিমা। আইনের আশ্রয় নেয়ায় স্বামীর জেল হয়। একই সঙ্গে ঘটে বিবাহ বিচ্ছেদ। একদিকে অভাবের সংসার, অন্যদিকে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার চোখ রাঙানি- ফাহিমা পড়ে চরম সঙ্কটে। এসময় এলাকার এক মুরুব্বির কাছে জানতে পারে হবিগঞ্জ পৌর এলাকার দরিদ্র মানুষদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করছে নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরন প্রকল্প। এ প্রকল্পের জবা দলের সদস্য হয়ে সঞ্চয় শুরু করে ফাহিমা। তার ব্যবহার ও দায়িত্ববোধের কারনে রাজনগর সিডিসির কোষাধ্যক্ষ এবং পরবর্তীতে ৩ নং মনু ক্লাস্টার ফেডারেশনের সদস্য নির্বাচিত হয়। সিডিসি থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে জমি বর্গা নেয়। অক্লান্ত পরিশ্রম, মেধা, চেষ্টা ও অবিচল আস্থার কারনে বর্তমানে তার ২ শতক জমি, ৩টি গাভি, হস্তশিল্প/কুটিরশিল্প তৈরীর যন্ত্রপাতি এবং বহুমুখী পণ্য সরবরাহের শো- রুমসহ আট লক্ষ টাকার সম্পদ

সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্নক্ষেত্রে তার ৪ জন কর্মচারি রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে বিভিন্ন সময় গোপালগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ ও চট্টগ্রাম শহর ভ্রমণ এবং ২০০৬ সালে শ্রীলঙ্কা সফর করে ফাহিমা। সে কমিউনিটি পুলিশ এর একজন সক্রিয় সদস্য। বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখে সমাজের কাছে একজন আত্মপ্রত্যয়ী নারীর উদাহরণ এখন হবিগঞ্জের ফাহিমা আক্তার।

আছিয়া এক দক্ষ নির্মানকর্মী

এস,এস,সি পাশ আছিয়ার বিয়ে হয় ১৯৮৭ সালে। বিয়ের এক বছর পর কোলজুড়ে আসে একটি ছেলে। আছিয়ার অলস স্বামী কোন কাজ করতো না। যৌতুকের জন্য আছিয়াকে শারিরীক নির্যাতন করতো প্রতিনিয়ত। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আছিয়া বাবার কাছে গিয়ে দাড়ায়। মেয়ের সুখের কথা ভেবে ধার কর্জ করে বাবা টাকা তুলে দেন জামাইয়ের হাতে। যৌতুকের টাকা পেয়ে আছিয়ার স্বামী আরেকটি বিয়ে করে। একসময় আছিয়ার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। চলে আসে বাবার বাড়ি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। শুরু হয় আরেক জীবন।

২০০০ সালে এলজিইডির এলপিইউপি প্রকল্পের কুষ্টিয়া পৌরসভার হাউজিং ব্লক-বিতে দলীয় সদস্য হয় আছিয়া। প্রকল্পের থেকে বরাদ্দ সহায়তা বাবদ ৫ হাজার এবং পরবর্তীতে সিডিসি থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিষ্ঠার কারণে ফিরতে থাকে তার দিন। একসময় সেক্রেটারি নির্বাচিত হয় সে।

শত প্রতিকূলতার মাঝেও আছিয়া তার সন্তানকে পড়ালেখা করাচ্ছে। ছেলে এস,এস,সি তে ভাল ফলাফল করে পাশ করেছে; ইলেকট্রিকের কাজ, বিয়ে বাড়ি সাজানো, মঞ্চ তৈরী এবং প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু রোজগারও করে সে। এভাবেই আছিয়ার দিন বদল হয়। ব্যবসায় উন্নতির কারণে তিনি এখন সংগ্রামী নারীর প্রতিচ্ছবি। ইতোমধ্যে দরিদ্র নারীদের আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এলাকায় একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন আছিয়া।

সাধারন গৃহবধুর অসাধারণ হয়ে ওঠা

মর্জিনা বেগম পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সবচেয়ে বড়। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পরই একজন বেকার ছেলের সাথে বাবা-মা তাকে বিয়ে দেয়। স্বামীর কোন আয় না থাকায় মর্জিনার পরিবার ছিল দরিদ্র। ইতিমধ্যে মর্জিনা কন্যা সন্তানের মা হয়। স্বামীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমির খানিকটা বিক্রি করে তারা ব্যবসা শুরু করলেও লাভের মুখ দেখতে পেলো না বরং আরো আর্থিক অনটনের সম্মুখিন হয়।

তখন নিরুপায় মর্জিনা তার বাবার পরামর্শে শিরিশকাঠ খাল ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে যোগদান করে। পিএবিএসএস এর সদস্য হয়ে গরু ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ বাড়িতে গরু ও হাঁস-মুরগী পালন শুরু করে। পিএবিএসএস থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে মৌ চাষের উপর হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড হতে প্রশিক্ষণ নেয়। সে সিএআরডি থেকে ভার্মিন কম্পোস্ট সার তৈরীর প্রশিক্ষণ পায় এবং বাড়িতে ভার্মিন কম্পোস্ট সার তৈরী করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে থাকে। ইউএনডিপি এর সাহায্যে পরিচালিত রিওপা প্রকল্পের ৬ জেলায় ভার্মিন কম্পোস্ট সার তৈরীর প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করে মাসিক ২০,০০০টাকা আয় করে।

বর্তমানে তার তিন সন্তান স্কুলে পড়ছে। তার স্বামী পেট্রো বাংলায় স্বল্প বেতনে চাকরি করে তাই মর্জিনা তার পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী। পিএবিএসএস এর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে আজ মর্জিনা একজন প্রতিষ্ঠিত স্বাবলম্বি নারী।

নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডির ভূমিকা

হতদরিদ্র অবস্থা থেকে আত্মনির্ভরশীল হতে এলজিইডি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে লক্ষ্মীপুরের অগ্রণী গন্ধর্ব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সক্রিয় সদস্য হাজেরা বেগম। ২০০৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর হাজেরা সমবায় সমিতিতে যোগ দেয়। সেই সময় শ্বশুর শ্বাশুড়িসহ তারা আটজন ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে বাস করতো। স্বামীর অতি সামান্য আয়ে তাকে অর্ধাহারে থাকতে হতো। হাজেরা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করলেও তার স্বামী নিরক্ষর। সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে সে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জেনে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। প্রথমে সমবায় সমিতি থেকে ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য একটি গাভী ক্রয় করে। গরুর দুধ বিক্রি করে সে পুঁজি গঠন করে এবং ডিএই থেকে কম্পোস্ট সার তৈরীর প্রশিক্ষণ নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে কম্পোস্ট সার তৈরী শুরু করে। ৪৮ শতাংশ চাষের জমি ক্রয় করে সেই জমিতে নিজের তৈরী কম্পোস্ট সার ব্যবহার করে অধিক ফলন পায়। প্রকল্প হতে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ পেয়ে তার সন্তানদের স্কুলে পাঠায়। পরিবারের আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য পুকুরে মাছ চাষ করে। প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাকে কৃষি ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় নিজেদের খাওয়া ও আয়ের জন্য শাকসবজি উৎপাদন করেছে। এ বছর হাজেরা পূর্বের ঋণ শোধ করে ৩ শতাংশ জমি ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। তার এখন ১০০,০০০ টাকা পুঁজি আছে।

ভবিষ্যতে সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে একটি গরুর খামার প্রতিষ্ঠা করে কম্পোস্ট সার তৈরীর ব্যবসাকে আরও বাণিজ্যিকভাবে প্রসার ঘটানোর পরিকল্পনা আছে হাজেরার।

ভিডিও প্রদর্শনী

এলজিইডি'র জেন্ডার বিষয়ক কর্মসূচী নিয়ে তৈরী করা তথ্যচিত্র ' দিন বদলের অঙ্গীকার'- এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়। তথ্যচিত্রটিতে মূলত এলজিইডি'র সহায়তায় ভিন্ন জীবন জীবিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের উপকারভোগী নারীর দারিদ্র্য বিমোচনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। ভিডিও চিত্রটির সংক্ষিপ্তসার-

রেহানা বেগম, বিধবা হওয়ার পর ৪ ছেলেমেয়েকে নিয়ে যখন বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করছিলো তখন সে এলজিইডি'র আরএমপি প্রকল্পে কাজ করে নিজ ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হয়। প্রশিক্ষন ও মজুরীর টাকা থেকে ছেলেকে একটি টমটম কিনে দেয়। মা ও ছেলের আয়ের টাকায় এক টুকরো জমি কেনে তারা।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মুক্তা বেগমরা চার ভাইবোন। দুঃসময়ে তার মা এলজিইডির মাধ্যমে একটি দোকান বরাদ্দ পায়। দোকানের আয় থেকে টাকা জমিয়ে মুক্তার মা দোকানের দায়িত্ব মুক্তার উপর দিয়ে কাজের খোঁজে বিদেশে যায়। মুক্তা দোকান সামলিয়ে এসএসসি পাশ করে। দোকানের আয় দিয়ে তার ভাই জমি চাষ, ছোট ভাইয়ের পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ করে এবং বাড়ি তৈরী করে। মুক্তা এখন তার বয়সী তরুনদের জন্য প্রেরণার উৎস।

রুবি আক্তার তার ছয় সদস্যের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য। বাবার মৃত্যুর পর পুরো পরিবারটি সীমাহীন অর্থকষ্টে পড়ে। সে সময় সে এলজিইডি'র পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমিতিতে যোগ দেয়। হাঁসমুরগীর টিকাদান এবং সেলাই প্রশিক্ষন গ্রহণ করে। পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সহায়তায় সে এখন বছরে তিনটি ফসল পায়। বর্তমানে সে একটি বাড়ির মালিক।

ঝরনা দাস সিবিআরএমপি প্রকল্পের আওতায় সমিতি গঠন করে এবং সমিতির ম্যানেজার নির্বাচিত হয়। প্রকল্প থেকে হাঁসমুরগী, গাভীপালন, বৃক্ষ রোপনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সিডিএফ হিসেবে কাজে যোগ দেয়। প্রকল্প থেকে ৮,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি গাভী ক্রয় করে। বর্তমানে তার বাড়ী তৈরীর জন্য ৬০ শতাংশ জমি ও চারটি গাভী আছে। তিনি এখন উপজেলা পরিষদ ও সালিস কমিটির সদস্য।

কর্মসূচী মেলা

এলজিইডি'র প্রকল্প সমূহে অন্তর্ভূক্ত জেন্ডার সমতা ও নারী উন্নয়ণ বিষয়ক কর্মসূচী নিয়ে মেলার আয়োজন করা হয়। ১১টি প্রকল্প মেলায় অংশগ্রহণ করে। এবারের নারীদিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি সঙ্গতিপূর্ণ এবং জেন্ডার ইস্যুকে বিবেচনায় রেখে গৃহীত কর্মকান্ড মেলার ষ্টলে প্রদর্শন করা হয়। উপকারভোগী নারীর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী, প্রকল্পের মডেল, প্রকাশনা, পোস্টার, ফেস্টুন, ইত্যাদি ষ্টলগুলিতে প্রদর্শিত হয়। ষ্টলে উপস্থিত উপকারভোগী নারী এবং প্রকল্পের কর্মীরা মেলার দর্শনার্থীদের কাছে স্ব স্ব প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যাখা করে। সবগুলো ষ্টল ছিলো বর্ণিল ও সুসজ্জিত। পূর্ব নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে মাঝারী শহর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (এসটিএফপিপি) এর ষ্টল শ্রেষ্ঠ ষ্টল হিসেবে বিজয়ী হয় এবং বাকী ১০টি ষ্টলকে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

PSSWRSP, LGED

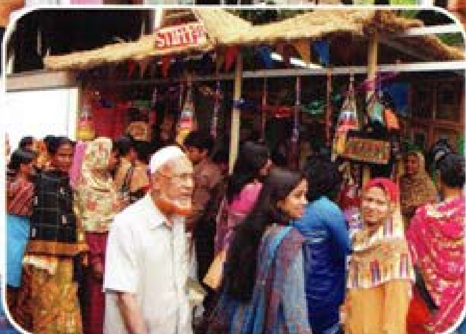

বিষয়ভিত্তিক ছবি গ্যালারি

এলজিইডি'র জেন্ডার এবং উন্নয়ণ কার্যক্রম নিয়ে ছবি গ্যালারী প্রস্তুতকরন ছিলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের অন্যতম কর্মসূচী। ১২টি প্রকল্প নারীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়ণে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কিত ছবির সমন্বয়ে ছবি গ্যালারী প্রস্তুত করে। অংশগ্রহণকারী প্রকল্প স্ব স্ব প্রদর্শনী বোর্ডে ২০টি ছবির মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা উপস্থাপন করে। পূর্ব নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে সিবিআরএমপি ছবি গ্যালারির জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে এবং বাকী ১১টি প্রকল্পকে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়।

নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন

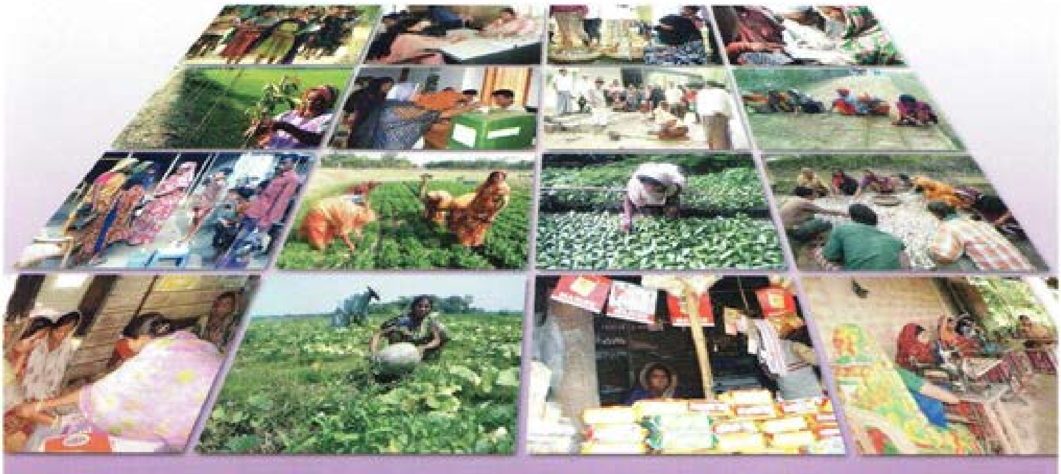

সিবিআরএমপি-এলজিইডি

প্রকল্প পরিচালকগণকে সম্মাননা প্রদান

অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী কর্মসূচী মেলা ও বিষয়ভিত্তিক ছবি গ্যালারীতে অংশগ্রহণকারী সকল প্রকল্প পরিচালককে নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য প্রশংসাপত্র প্রদান করেন।

অংশগ্রহণকারী প্রকল্প সমূহ:

এলজিইডি জেন্ডার ফোরাম, এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি, চরঅঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইন্টেনেন্স প্রোগ্রাম, গ্রামীন সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ণ প্রকল্প, দ্বিতীয় গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, মাঝারী শহর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় খন্ড), নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প, দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-২

গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকা এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র বিষয়ভিত্তিক ছবি গ্যালারীতে অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে সফলভাবে সুনামগঞ্জ হাওর এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সিবিআরএমপি) এর প্রকল্প পরিচালক সেখ মোহাম্মদ মহসিনকে এলজিইডি'র পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদানের ঘোষণা দেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক এর কাছ থেকে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন সেখ মোহাম্মদ মহসিন।

দর্শক

theindependent DHAKA, FRIDAY MARCH 11

daily sun

বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১১ মার্চ ২০১১, ২৭ ফাল্গুন ১৪১৭

এলজিইডি'র আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর

State minister for LGRD Jahangir Kabir N... workshop on gender sensitivity on Thursday.

Remove gen... disparity: Na...

DHAKA, MAR 10: State minister for LGRD and cooperatives, Jahangir Kabir Nanak, on Thursday called for removing gender disparity in the society for country's overall development.

Like poverty, gender is another impediment to development of the country, he said while speaking as chief guest at the inaugural ceremony of a seminar organised by Local Government Engineering Department on the occasion of International Women's Day at Agargaon LGRD Bhaban auditorium.

The state minister said the grand alliance government has integrated women with the mainstream of development along with men.

Presided ov... engineer M Wa... seminar was ... Local Governm... retary Abu Alar... joint secretar... Gender and Dev... deputy project d... ber secretary ... Afroz.

Jahangir Kabi... dream of the Fath... Bangabandhu S... Rahman was to ... free from dispari...

The governm... bound to estab... where men and ... enjoying equal rig... opportunity push... disparity ...

...mination bar to country's dev'

Staff Correspondent

State Minister of LGRD Jahangir Kabir Nanak on Thursday said that gender discrimination is one of the major barriers to development and advancement of the country.

Apart from poverty, gender discrimination stands in the way of the country's overall development, he said while a seminar on creating opportunity for women to receive education.

The Local Government and Engineering Department (LGED) organised the programme at its auditorium in the city with its chief engineer Md Wahidur Rahman in the chair.

"Difference between man and woman is just physical. But relationship between them is determined by society where women are facing massive discrimination", Nanak said.

He said the imposed relationship between men and women creates gender discrimination which is a barrier to poverty alleviation from the country.

The state minister ... there will be no discrimination between men and women, saying it is essential for the country's overall development.

Women are now holding many prestigious posts in the country, he said adding that the prime minister and some important ministers in the country are women.

"Women are competing with men in every sphere. It is a remarkable improvement but there are still miles to go before eradicating gender discrimination from the society," he said.

He said that women are the integral part of the society and development of the country is not possible keeping them ignored.

LGED Secretary Abu Alam Md Shahid Khan said that LGED is one of the institutions which are working hard to eliminate gender discrimination from the society.

He also said the country has made many significant achievements regarding empowerment of women.

LGED Gender Project Member Secretary ...

জেন্ডার বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে : নানক

নিজস্ব প্রতিবেদক

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জেন্ডার বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ...

The News Today

Friday, March 11, 2011

...a seminar on Increasing Access to Education, Tra... ...on Thursday ... LGRD and Cooperatives Jahangir Kabir Nanak and ...

The New Nation

State Minister for LGRD Jahangir Kabir Nanak along with other distinguished guests at a seminar organised on the occasion of International Women's Day at LGED auditorium in the city on Thursday.

Nanak for removing gender disparity

BSS, Dhaka

State Minister for LGRD and Cooperatives Jahangir Kabir Nanak on Thursday called for removing gender disparity in the society for country's overall development.

...Agargaon LGRD Bhaban auditorium.

The state minister said the grand alliance government has integrated women with the mainstream of development along with men.

Presided over by LGED Chief Engineer M...

ভোরের ডাক

11 March 2011, Friday

এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে গতকাল 'নারীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি : প্রেক্ষিত এলজিইডি' শীর্ষক সেমিনারে ...

৬৪ জেলায় নারী দিবস উদযাপন

এবছরই প্রথম এলজিইডি ৬৪জেলায় একযোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১১ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে উদযাপন করেছে। তৃণমূল পর্যায়ের উপকারভোগী নারীদের সম্পৃক্ত করে জেলা প্রশাসন আয়োজিত শোভাযাত্রায় জেলা এলজিইডি অংশগ্রহন করে। পরে এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও উপকারভোগী নারীরা এলজিইডি'র জেলা অফিসে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। জাতীয় পর্যায়ের আয়োজনে জেলা এলজিইডি'র প্রতিনিধি উপকারভোগী নারীদের প্রতিনিধিসহ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব নারী দিবস

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
(এল জি ই ডি)

শিক্ষা প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত
৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস সফল
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর,

বিশ্ব নারী দিবস-২০১১
সফল হোক, সফল হোক
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), রাজবাড়ী
তারিখ: ০৮-০৩-২০১১ ইং।

র‍্যালী ও আলোচনা সভা
৮ ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১১ ইং
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এলজিইডি, গাজীপুর।

প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিতকরণের কৌশল
আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১১
র‍্যালি ও আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১১

শেষের কথা

এলজিইডি দরিদ্র নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রকৌশল প্রযুক্তির ব্যবহার, বয়স্কশিক্ষা, আয় ও সঞ্চয় স্কীম এবং নেতৃত্ব বিকাশ ও উদ্যোক্তা তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি করে চলেছে। এলসিএসের কাজের মাধ্যমে এলজিইডি পল্লীর হাজারও নারীর স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ক্ষুদ্র পানি ব্যবস্থাপনা সেক্টরে প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এলজিইডি'র নগর অবকাঠামো উন্নয়ন সেক্টর তাদের কর্মসূচীতে নগরের দরিদ্র নারীকে সম্পৃক্ত করেছে এবং তাদের জন্য ঋণ ও সঞ্চয় স্কীমের ব্যবস্থা করে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করছে। বাজারে উইমেন্স মার্কেট সেকশন প্রতিষ্ঠা নারী উদ্যোক্তা তৈরীর পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করছে।

এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে নারীর পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অধিকতর সম্মানজনক কাজের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এলজিইডি ভবিষ্যতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় একাত্মতা প্রকাশের লক্ষ্যে নারীর জন্য আরও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ সৃষ্টি করবে।

চাই আনন্দ যেমন চাই বায়ু
চাই ভালোবাসা যেমন চাই জল
চাই পরস্পরকে যেমন চাই এ ধরিত্রীকে এক সংগে বাঁচার জন্যে।

-মায়া এঞ্জেলু'র কবিতা থেকে অনুবাদ

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সম সুযোগঃ
নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক
নারী দিবস

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ